টু ইয়োর হেলথ

হ্যাঁচ্চা করে হাঁচি দিলাম আমি।

জর্জ চট করে পিছিয়ে গেল দু'পা। কর্কশ গলায় বলল, 'আবার ঠাণ্ডা লেগেছে?'

আমি জোরে নাক টানলাম। 'ঠাণ্ডা না। সাইনসাইটিস।'

কফির কাপের দিকে কটমট করে তাকালাম। খেতে স্বাদ লাগেনি বলে যেন সমস্ত দোষ কফির। বললাম, 'এক বছরে এ নিয়ে চারবার সাইনসাইটিসে আক্রান্ত হলাম আমি। আর প্রতিবার স্বাদ আর গন্ধের অনুভূতি হারিয়ে ফেলি। এই তো একটু আগের ডিনারটাকে মনে হয়েছে কতকগুলো কার্ডবোর্ড চিবিয়েছি।'

'আমাকে অবশ্য এসব যন্ত্রণা পোহাতে হয় না,' বলল জর্জ। পরিষ্কারভাবে থাকা এবং এসব ব্যাপারে জ্ঞান রাখি বলে অসুখ-টসুখ আমাকে ছুঁতে পারে না। তবে আপনার দশা দেখে একটা গল্প মনে পড়ে গেল, ওল্ডম্যান। গল্পটা আমার ভালো বন্ধু ম্যানফ্রেড ডাঙ্কেলকে নিয়ে। সে তখন তার ভালো বন্ধু অ্যাবসালম গেলবের সঙ্গে সুন্দরী ইউটার্প উইগের মন পাওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিল।

আমি খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠলাম, 'গোল্লায় যাক তোমার ভালো বন্ধু ম্যানফ্রেড ডাঙ্কেল, তার ভালো বন্ধু অ্যাবসালম গেলব এবং তাদের দু'জনের প্রণয়ী ইউটার্প উইজ।'

'এ আপনার মনের কথা নয়, ওল্ডম্যান,' বলল জর্জ। 'আসলে সাইনসাইটিসের জ্বালায় এসব বলছেন।'

ম্যানফ্রেড ডাঙ্কেল এবং অ্যাবসালম গেলব [বলল জর্জ] দু'জনেই নিউইয়র্ক ইন্সটিটিউট অব অপটিসিনারিতে ভর্তি হয়। ওদের মধ্যে দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তারা একসাথে আই চার্ট নিয়ে পড়াশোনা করত, সিরিলিক বা গ্রিক বর্ণমালার সাথে পরিচিত জনদের জন্যে নতুন ডিজাইন

www.banglainternet.com

করত ওরিয়েন্টালের জন্যে ইডিওগ্রাম পছন্দ করত এবং এমনভাবে কথাবার্তা বলত যেন দু'জন বিশেষজ্ঞ নানা বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় ব্যস্ত।

গ্রাজুয়েশন শেষ করে তারা ডাঙ্কেল এবং গেলব নামে ফার্ম খোলে। এবং একই সাথে একই মেয়ের প্রেমে পড়ে। তার নাম ইউপার্ট উইজ। সে ওদের ফার্মে এসেছিল নতুন কন্ট্যাক্ট লেন্সের জন্যে। দু'বন্ধুরই চোখে লেগে যায় মেয়েটি।

দু'বন্ধুকেই ছেলেবেলা থেকে চিনি আমি। দু'জনেই চশমা পরত। ম্যানফ্রেডের কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হতো। আর অ্যাবসালাম দূরের জিনিস ভালোভাবে দেখতে পেত না। আর দু'জনেই ছিল অ্যাস্টিগমেটিক। একই মেয়ের প্রেমে পড়েছে ওরা। কাজেই ফলাফল নিয়ে খুব চিন্তায় পড়ে যাই আমি। কারণ দু'জনেই ইউটার্পকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠছিল।

তবে আমার ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। কারণ ইউটার্পের সঙ্গে এক সাথে চলার সময়ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে চলছিল। ওরা নিজেরাই ঠিক করে ম্যানফ্রেড মঙ্গলবার এবং শুক্রবার মিলিত হবে ইউটার্পের সঙ্গে। আর অ্যাবসালম ডেট করার সুযোগ পাবে সোমবার ও বিস্যুদবারে। উইক এন্ড বা ছুটির দিনে দু'জনে মিলে প্রেমিকাকে সঙ্গ দেবে। তাকে নিয়ে যাবে জাদুঘরে, নাটক দেখতে, কবিতা পড়ে শোনাবে এবং কোনো রেস্টুরেন্টে ডিনার সারবে। তো এভাবে বেশ হাসি-আনন্দে কেটে যাচ্ছিল দিন।

আর বুধবার বাদ কেন ? দুই বন্ধুই হপ্তার ওই দিনটা ইউটার্পের জন্যে মুক্ত করে দিয়েছিল। বুধবারে, ইউটার্প ইচ্ছে করলে অন্য কারো সঙ্গে ডেট করতে পারবে।ম্যানফ্রেড এবং অ্যাবসালম, দু'জনেরই আবেগে কোনো খাদ ছিল না। ইউটার্পের ওপর তারা ছেড়ে দিয়েছিল জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার ভার। অন্য কেউ, সে যদি ওদের মতো চক্ষু-বিশেষজ্ঞ নাও হয়। তবু সে ইউটার্পের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সুযোগ পাবে।

যাহোক, দিনগুলো ভালোই কেটে যাচ্ছিল। এমন কোনো হপ্তা গেল না যেদিন ম্যানফ্রেড তার ভালোবাসার মানুষকে নিয়ে অন্তত একটি সন্ধ্যা ক্যাসিনোতে কাটাল জুয়ো খেলে। আর অ্যাবসালম সুর তুলল চিরুনির বাঁশিতে। মানে মুখের ষোলকলা পূর্ণ হওয়া জীবন আর কি।

অন্তত তেমনটিই ভেবেছিলাম আমি।

www.banglainternet.com

তারপর একদিন ম্যানফ্রেড এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনে হল চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে তার। 'বন্ধু,' বললাম আমি, 'তুমি নিশ্চয়ই বলতে আসনি যে ইউটার্প সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে অ্যাবসালমকেই শুধু ভালোবাসবে ? (আমি এ ক্ষেত্রে ছিলাম নিরপেক্ষ। দু'জনের জন্যেই শোক প্রকাশ প্রস্তুত।)

'না,' জবাব দিল ম্যানফ্রেড। 'আমি আপনাকে তা বলতে আসিনি। অন্তত এখন তো নয়ই। কিন্তু এ গল্প বোধহয় আর টিকছে না, আঙ্কল জর্জ। আমি দারুণ বেকায়দা অবস্থায় আছি। আমার চোখ লাল এবং ফোলা। আর ইউটার্প শুধু সে রকম চক্ষু বিশেষজ্ঞকে পছন্দ করে যার চোখের গড়ন স্বাভাবিক।'

'তুমি কাঁদছিলে, না ?'

'মোটেই না,' বলল ম্যানফ্রেড। 'চক্ষু বিশেষজ্ঞরা শক্তিশালী মানুষ। তারা কান্নাকাটির ধার ধারে না। সর্দি লেগে চোখ লাল হয়েছে।'

'প্রায়ই হয় নাকি এরকম?' সহানুভূতি নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'ইদানিং তাই ঘটছে।'

'আর অ্যাবসালম, ওরও ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে ?'

'জি।' জবাব দিল ম্যানফ্রেড, 'তবে আমার মতো ঘনঘন নয়। সর্দি হলেই ও পালায়। কিন্তু আমি তা করি না। কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? আসল ব্যাপার হল ইউটার্প যখন আমার চোখের দিকে তাকায় তখন থেকে চোখ ছলছল করছে, শিরাগুলো লাল হয়ে ফুলে আছে— এসব দেখলে ওর নিশ্চয়ই বমি উঠে আসে পেট ঠেলে।'

'সত্যি কি তাই, ম্যানফ্রেড? আমি যদ্দুর জানি সে খুব মিষ্টি একটা মেয়ে। যার চোখে রয়েছে সহানুভূতি।'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে ম্যানফ্রেড বলল, 'তবে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে চাই না। ঠাণ্ডা লাগলে আমি ওর ধারে কাছে যাই না। তার মানে অ্যাবসালম আমার চেয়ে বেশি লাভ করতে পারছে ওর সঙ্গ। ও লম্বা আর সুদর্শনও। ও চিরুনিতে টিস্যু পেপার জড়িয়ে যেভাবে বাঁশির সুর তোলে তা যে কোনো কুমারী মেয়ের মনে দোলা দিতে বাধ্য। আমি শঙ্কিত ভেবে যে ইউটার্পকে বোধহয় হারাতে চলেছি।' বলে দু'হাতের মধ্যে হাত গুঁজল ম্যানফ্রেড। তবে চোখ বাঁচিয়ে।

ওর করুণ অবস্থা দেখে খারাপই লাগল। বললাম, 'তোমার সর্দি হয়তো আমি চিরতরে সারিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারব, মাই বয়।'

www.banglainternet.com

মুখ তুলে চাইল ম্যানফ্রেড, আশার আলো জ্বলে উঠেছে চোখে। 'সত্যি পারবেন ? এ ব্যাধির ওষুধ আছে ? কিন্তু—' ওর চোখ থেকে আলোটা নিভে গেল দপ করে। 'মেডিকেল সায়েন্স সর্দি-কাশির কাছে তো পরাজয় মেনেছে।'

'তাতে কিছু আসে যায় না। আমি শুধু তোমাকে সারিয়েই তুলব না, মাই বয়, রোগটা যাতে অ্যাবসালমের শরীরে চিরতরে বাসা বাঁধে সে ব্যবস্থাও করব।'

আমি ওকে বাজিয়ে দেখার জন্যে কথাটা বললাম। গর্বের সঙ্গে বলছি, আমার পরীক্ষায় পাস করে গেল ম্যানফ্রেড।

'কখনো না,' প্রতিবাদ করে উঠল ও। 'আমি এ রোগের হাত থেকে মুক্তি চাই বটে তবে সেটা চাইছি যাতে সমানভাবে লড়তে পারি আমার বন্ধুর সঙ্গে। তাকে অসুস্থ বানিয়ে এ লড়াইতে জেতার শখ আমার নেই। তারচে ইউটার্পকে পাব না তাও ভালো।'

'ঠিক আছে। তুমি যা বল,' আমি ওর পিঠ চাপড়ে দিতে দিতে বললাম।

অ্যাজাজেলকে স্মরণ করলাম আমি। খুলে বললাম সব।

'তুমি ভালো স্বাস্থ্য চাইছ,' বলল ও। 'চাইছ স্বাভাবিকত্ব। পরিস্থিতির ভারসাম্য চাইছ।'

'আমি জানি আমি কী চাই, ও সর্বশক্তিমান,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বহু কষ্টে চাপা দিতে দিতে বললাম আমি। 'আমি চাইছি আমার বন্ধু যেন সর্দি-কাশির হাত থেকে রেহাই পায়। আমি তো তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। তুমি ওকে পরীক্ষা করেও দেখেছ।'

'তাহলে তোমার চাওয়া এটাই যে তোমার বন্ধুর বিশ্রী, কুৎসিত সর্দি-কাশি যেন আর না হয় যেটা গ্রাস করে রেখেছে এই পোকায় খাওয়া বইটাকে, যার অসহায় বাসিন্দা তোমরা ? তোমার কি ধারণা গোটা একটা ঘরকে আলোকিত না করে শুধু ঘরের একটা কোণ আলোকিত করা সম্ভব ? তবে তোমার এ সমস্যার একটা সমাধান দেয়ার চেষ্টা আমি করব। দেখি কতদূর কী করতে পারি।'

আমি জানি অ্যাজাজেল যখন বলেছে চেষ্টা করবে, ও পারবে।

www.banglainternet.com

তারপর যেদিন দেখা হল ম্যানফ্রেডের সঙ্গে, মনে হল ওকে এমন হাস্যজ্বল এবং সুস্থ কখনো লাগেনি। আমাকে বলল, 'আঙ্কেল জর্জ, আপনি আমাকে গভীরভাবে দম নেয়ার যে ব্যায়ামগুলো শিখিয়ে দিয়েছিলেন, দারুণ কাজে লেগেছে আমার। একবার দম নিতেই ঠাণ্ডা সেরে গেল। দ্বিতীয় দমে চোখের লাল ভাবটা চলে গেল, সাদা হয়ে গেল চোখ। এখন গোটা পৃথিবীর মুখের ওপর আমি তাকিয়ে থাকতে পারি। সত্যি বলতে কি,' বলে চলল ও, 'জানি না কোন জাদুমন্ত্রে এটা ঘটল, তবে নিজেকে খুবই সুস্থ লাগছে আমার। মনে হচ্ছে আমি যেন ভালোভাবে তেল দেয়া একটা মেসিন। আমার চোখজোড়া যেন কোনো চমৎকার গাড়ির হেড লাইট আর গাড়িটি সাঁ সাঁ করে গ্রামের রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে।'

'এমন কি,' বকবক করতেই লাগল ম্যানফ্রেড, 'আমার এখন স্প্যানিশ ছন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে। আমি এমন নাচ নাচব যে হাঁ হয়ে যাবে ইউটার্প।'

নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল ও 'চোখ-চোখ-চোখ' গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে।

আমি হাসি ঠেকাতে পারলাম না। ম্যানফ্রেড অ্যাবসালমের মতো লম্বা নয়, দেখতেও অত সুদর্শন নয়। তবে চোখের ডাক্তারদের প্রায় সবাই কম-বেশি সুদর্শন। ম্যানফ্রেডও সুদর্শন, তবে অ্যাবসালমের ধারে-কাছেও নয়।

তবে ওর সুস্বাস্থ্য রূপের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবে বলে আশা করলাম।

ওই ঘটনার পরে কিছুদিনের জন্যে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম এক পাওনাদারের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। বাড়ি ফিরে দেখি আমার জন্যে অপেক্ষা করছে ম্যানফ্রেড। 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' খিটখিটে মেজাজ নিয়ে প্রশ্ন করল ও।

আমি উদ্বেগ নিয়ে ওর দিকে তাকালাম। শরীর-স্বাস্থ্য তো ভালোই আছে, চোখেরও কোনো সমস্যা নেই, তবু কী যেন একটি—

'ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম,' আসল ঘটনা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। 'কিন্তু তোমার কী হয়েছে, মাই বয়? কোনো সমস্যা?'

'সমস্যা?' ফ্যাকাসে হাসল ম্যানফ্রেড। 'কী আর সমস্যা হবে? সুন্দরী ইউটার্প তার বর পছন্দ করে ফেলেছে। আর তার সে পছন্দে আমি নেই। সে অ্যাবসালমকে বিয়ে করতে যাচ্ছে।'

www.banglainternet.com

'কিন্তু হয়েছেটা কী ? তুমি তো—'

'আমি তো আর অসুস্থ নই, তাই না ? হ্যাঁ, আমি অসুস্থ নই। কিন্তু অসুস্থ হবার চেষ্টা করছিলাম। আমি কনকনে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে বেড়িয়েছি। ভেজা মোজা পরে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সর্দিতে আক্রান্ত লোকের সঙ্গে থেকেছি। এমনকি ঠাণ্ডা লাগার জন্যে প্রার্থনাও করেছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। অসুস্থ হইনি আমি।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, ম্যানফ্রেড। তুমি অসুস্থ হতে চাইবে কেন ?'

'কারণ ইউটার্পের ভেতরে আছে প্রবল মাতৃত্ব। এটা সব মেয়ের মধ্যেই কম-বেশি আছে। কিন্তু ব্যাপারটা জানতাম না আমি।'

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। মেয়েদের এই গুণের কথা আমিও শুনেছি। মায়েরা, তাদের সন্তানরা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, সর্দি-কাশি-হাঁচি, জ্বর-ম্যালেরিয়া যাই হোক, কোনো কিছুই তাদেরকে কাবু করতে পারে না। মায়েরা সেবা যত্ন করে ঠিকই সন্তানদের সারিয়ে তোলে।

'ব্যাপারটা নিয়ে আমার ভাবা উচিত ছিল,' অন্যমনস্ক গলায় বললাম আমি।

ম্যানফ্রেড বলল, 'দোষ আপনার নয়, আঙ্কেল জর্জ। আমি গভীরভাবে দম নেয়ার ব্যায়ামও ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। সব কিছুর জন্যে দায়ী ওই অ্যাবসালমটা। সে আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবার পিঠের ব্যাথায় একেবারে বিছানায় পড়ে যায়। আর উঠতে পারে না।'

'ব্যাপারটা ভান ছিল না তো ?'

'ভান ? মোটেই না। একবার ওকে জোর করে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করেছিলাম, "বাবারে মারে!" করে এমন আর্তনাদ ছাড়ল অ্যাবসালম সত্যিকারের অসুখ না হলে এত জোরে চিৎকার করা সম্ভব নয়।'

'আর তা দেখে গলে গেল ইউটার্প ?'

'সম্পূর্ণভাবে। সে সারাদিন ওর পাশে বসে থাকত, ওকে চিকেন স্যুপ খাইয়ে দিত। আর চোখে গরম সেঁক দিত।'

'চোখে গরম সেঁক দিত ? তাতে কোনো লাভ হতো ? তুমি বললে অ্যাবসালমের সমস্যা তার পিঠ নিয়ে।'

'আমরা ইউটার্পকে বলেছিলাম যে কোনো রোগের চিকিৎসা শুরু হয় চোখ দিয়ে। সে বলে অ্যাবসালমকে সুস্থ করে তোলাই হবে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অ্যাবসালমকে সে সুস্থ করে তুলবে, তাকে হাসিখুশি দেখবে এবং সবশেষে তাকে বিয়ে করবে।'

www.banglainternet.com

'কিন্তু ম্যানফ্রেড, তুমিও তো ঠাণ্ডায় প্রায় মরে যেতে। তখন মেয়েটি কেন—'

'কারণ সর্দি লাগার পরে ওর ধারে কাছেও যেতাম না আমি ও সংক্রামিত হয়ে পড়ার ভয়ে। আমার নাক দিয়ে সর্দি পড়ছে দেখলে ওর কেমন ঘেন্না লাগবে ভেবে ওর সঙ্গ সভয়ে এড়িয়ে চলতাম। কী ভুলটাই না আমি করেছি! কী ভুল!' কপাল চাপড়াতে লাগল ম্যানফ্রেড।

'তুমি ভান করতে পারতে—' বলতে গেলাম আমি।

কটমট করে আমার দিকে তাকাল ম্যানফ্রেড। গর্বিত গলায় বলল, 'একজন চক্ষু চিকিৎসক কখনো মিথ্যা কথা বলে না, আঙ্কেল জর্জ। আর অসুস্থতার ভান করেও লাভ হতো না। কারণ আমাকে দেখলেই বোঝা যেত আমার শরীর খুব ভালো আছে— না, আমি আমার নিয়তিকে মেনে নেব, আঙ্কেল জর্জ। অ্যাবসালম সুখী হোক। ও আমাকে বলেছে ভালো হয়ে থাকতে।'

তাই ঘটল। ম্যানফ্রেড ভালো মানুষ হয়ে থাকল। চিরকুমার হয়ে রইল। আর অ্যাবসালম এখন তিনটা ঘ্যানঘেনে বাচ্চার বাপ। ইউটার্প দিন দিন হস্তিনী হয়ে উঠছে, তার গলায় আর আগের মাধুর্য নেই, কণ্ঠস্বর চিলের মতো কর্কশ।

আমি অ্যাবসালমের কথা ম্যানফ্রেডকে বলেছিলাম সম্প্রতি। বলেছি ইউটার্পের সঙ্গে বিয়ে না হয়ে তার বরং ভালোই হয়েছে। ম্যানফ্রেড দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে, 'আপনার কথাই হয়তো ঠিক, আঙ্কেল জর্জ। তবে একজন চক্ষু চিকিৎসক যখন কাউকে ভালোবাসে, হালকাভাবে ভালোবাসে না— বাসে চিরদিনের জন্যে।'

জর্জও বড়সড় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নীরব হয়ে গেল। তারপর বলল, 'আপনাকে এ গল্পটা বললাম এ জন্যে যে আমি আপনার সাইনসাইটিস সারিয়ে দিতে পারি। যদি কুড়িটা ডলার দেন—'

'দরকার নেই,' দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'আমার প্রিয়তমা স্ত্রী একজন চিকিৎসক। আর আমার ওপর চিকিৎসাবিদ্যা ফলাতে সে বেশ আনন্দ পায়। আমাকে একেবারে সুস্থ করে ফেললে সে পাগল হয়ে যাবে। আমি তোমাকে পঞ্চাশ ডলার দিচ্ছি। তুমি বরং এখন কেটে পড় বাপু।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com